

ম্যাসাকার

ম্যাসাকার একটা মৃত রূপক, আমার বন্ধুদের খাচ্ছে, খেয়ে নিচ্ছে নুন ছাড়া।

ওরা ছিল কবি, তারপর হয়েছে রিপোর্টার্স উইথ বর্ডার্স; ওরা ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এখন আরও বেশি ক্লান্ত। ‘সূর্যোদয়ে পায়ের বহরে ওরা সাঁকো পার হয়’; তারপর মরে যায় এমন জায়গায় যেখানে ফোন কভারেজ নেই। আমি নাইট ভিশন গগলস দিয়ে ওদের দেখি আর অন্ধকারে ওদের শরীরের উষ্ণতা অনুভব করি। ওই তো ওরা, অন্ধকারের দিকে ছুটতে ছুটতে পালাচ্ছে অন্ধকার থেকে, সাঁপে দিচ্ছে নিজেদের এই মহামালিশের কাছে। ম্যাসাকার ওদের আসল মা, জেনোসাইড তো পেনশনভোগী বুদ্ধিজীবী জেনারেলদের লেখা ধ্রুপদি কবিতা ছাড়া কিছু নয়। জেনোসাইড উপযুক্ত শব্দ নয় আমার বন্ধুদের জন্য, কারণ তা সংগঠিত যৌথ কর্ম আর সংগঠিত যৌথ কর্ম ওদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বামেদের কথা, যারা ওদের ত্যাগ করেছে।

ম্যাসাকার জেগে ওঠে খুব ভোরে, ঠান্ডা পানি আর রক্তে গোসল করিয়ে দেয় আমার বন্ধুদের, ধুয়ে দেয় ওদের অন্তর্বাসগুলো, রুটি বানিয়ে চা করে দেয়, তারপর একটুখানি শিকার শেখায়।

সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের চেয়ে ম্যাসাকার আমার বন্ধুদের প্রতি বেশি সদয়। ওদের দরজাগুলো যখন বন্ধ ছিল, ম্যাসাকার তখন ওদের জন্য দরজা খুলে ধরেছিল আর নাম ধরে ডেকেছিল ওদের, যখন সংবাদ প্রতিবেদনগুলো ব্যস্ত ছিল শুধু সংখ্যার সন্ধানে অতীত-নির্বিশেষে ওদের আশ্রয় দেয় কেবলই ম্যাসাকার, ওদের আর্থিক অবস্থায় ওর কিছু এসে যায় না; ওরা বুদ্ধিজীবী না কবি ম্যাসাকার তা দেখে না; সে সবকিছু দেখে নিরপেক্ষ চোখে। ম্যাসাকারের রূপও ওদের মতোই, নামগুলোও ওদের বিধবা বউদের মতোই; গ্রাম আর শহরতলির ভেতর দিয়ে যায়, আর হঠাৎ হঠাৎ ওদের মতোই আবির্ভূত হয় ব্রেকিং নিউজের মতো। ম্যাসাকার আমার বন্ধুদের মতো, কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম আর শিশুদের স্কুলগুলোতে সে সব সময় হাজির হয় ওদের আগেই।

ম্যাসাকার একটা মৃত রূপক, যে টেলিভিশনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমার বন্ধুদের খেয়ে নেয়, এক চিমটি লবণও লাগে না।

গায়াথ আলমাদুন

ইংরেজি থেকে ভাষান্তর: মশিউল আলম

Ghayath Almadhoun

Translated from English by: © Mashiul Alam